দৈনিক ইনকিলাব

80

তারিখ ... APR. 3 0 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

শিক্ষকদের আহবান

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পথে ॥ একে বাঁচান

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সংঘটিত ছাত্রদের সাম্প্রতিক সহিংসতার প্রেক্ষিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ জাতীয় ও

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিকভাবে সুনামের অধিকারী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষার জন্য সরকার ও সচেতন অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করে বলেছেন, বুয়েটকে বাঁচান। এর অধোগতি শুরু হয়েছে। এখনই এই অধোগতি ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে এ গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই হারিয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল শিক্ষকদের একার পক্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কতিপয় উচ্ছৃংখল ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস কক্ষ, হল ও শিক্ষকদের আবাসিক ভবন এবং গাড়ী ভাঙচুরের বর্ণনা দিয়ে বলেন, মূলত পরীক্ষা পেছানোর জন্য এটি ছিল ছাত্রদের পুরনো এক কৌশল। বড় ধরনের ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং পরীক্ষাও পিছিয়ে যাবে— এ উদ্দেশ্য নিয়েই তারা গভীর রাতে দল বেধে ঐ সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। কিন্তু তাদের হাতে পরীক্ষা পেছানোর - কোন ন্যায়সঙ্গত অজুহাতই না থাকায় জালিয়াতের দায়ে বহিষ্কৃত এক ছাত্রের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবী সামনে নিয়ে এসে এ তাণ্ডব চালানো হয়। ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সাধারণ ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ ও তাদের অসহায় পরিবারবর্গের নিরাপত্তাজনিত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন— শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ হাসিব মোহাম্মদ আহসান এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন সভাপতি ডঃ মোঃ হোসেন আলী, আলমগীর মুজিবুল হক, হাবিবুর রহমান, ডঃ রেজোয়ান, অধ্যাপক মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন, মোঃ তামিম প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ। তারা এ হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে হাতেনাতে ধৃত ৪ ছাত্রসহ অভিযুক্ত অন্যদের বুয়েট থেকে চিরতরে বহিষ্কার এবং এদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানান এবং বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই এ শাস্তি প্রদান ও তা কার্যকর নিশ্চিত করতে হবে। ভাঙচুরের সময় পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধিরও দাবী জানান। উক্ত দাবীসমূহের বাস্তবায়ন না হলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকতে পারে এবং শিক্ষকগণও ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকবেন বলে তারা আভাস দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে যাতে আর কখনো এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।